পবিত্র আশুরার ফজিলত ও বৈশিষ্ট্য

মাওলানা আলী আকবর রেজভী

পবিত্র মহররম মাস অত্যন্ত ফজিলত ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। মাসের দশম তারিখকে আশুরা বলা হয়। নিম্নে আশুরার কতিপয় বৈশিষ্ট্য ও ফজিলত বর্ণনা করা হইলঃ-

১। আশুরার দিনে আল্লাহ পাক লওহ ও কলমকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

২। আশুরার দিনে আল্লাহ পাক জমিন এবং আসমানকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

৩। আল্লাহ তায়ালা আশুরার দিনে হজরত জিবরাইল আলাইহিচ্ছালাম, মোকাররাবীন ফেরেশতাগণ, হজরত আদম আলাইহিচ্ছালাম এবং হজরত ইবরাহীম আলাইহিচ্ছালামকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

৪। আশুরার দিনে হজরত আদম আলাইহিচ্ছালামের তওবা কবুল হইয়াছিল।(সামান্য ভুলের জন্য)

৫। আশুরার দিনে আল্লাহ পাক হজরত ইদ্রিস আলাইহিচ্ছালামকে অতি উচ্চ সম্মান দান করিয়া ছিলেন।

৬। আশুরার দিনে হযরত নূহ(আঃ) মহাপ্লাবন হইতে নাজাত পাইয়াছিলেন।

৭। আশুরার দিনে আল্লাহ পাক হজরত ইব্রাহীম আলাইহিচ্ছালামকে নমরুদের অগ্নিকুন্ড হইতে নাজাত দিয়াছিলেন।

৮। আশুরার দিনে আল্লাহতায়ালা হজরত ইউসুফ আলাইহিচ্ছালামকে পিতার সহিত মিলিত করিয়াছিলেন।

৯। আশুরার দিনে আল্লাহতায়ালা হজরত আইউব আলাইহিচ্ছালামকে পরীক্ষা মূলক কঠিন ব্যাধি হইতে আরোগ্য দান করিয়াছিলেন।

১০। আশুরার দিনে আল্লাহ পাক হজরত ইউনুছ আলাইহিচ্ছালামকে মাছের পেট হইতে নাজাত দিয়াছিলেন।

১১। আশুরার দিনে আল্লাহ পাক হজরত মুসা আলাইহিচ্ছালামকে ফেরাউনের কবল হইতে মুক্তি দান করিয়াছিলেন এবং ফেরাউনকে নীল দরিয়ায় ডুবাইয়া মারিয়াছিলেন।

১২। আশুরার দিনে আল্লাহ পাক হজরত মুসা আলাইহিচ্ছালাম ও বনি ইছরাঈলের জন্যে নীল দরিয়ায় রাস্তা বানাইয়াছিলেন।

১৩। আশুরার দিনে আল্লাহ পাক হজরত দাউদ আলাইহিচ্ছালামের সামান্য ভুলের জন্য তওবা কবুল করিয়াছিলেন।

১৪। আশুরার দিনে আল্লাহ পাক আখেরী নবী হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের উছিলায় উম্মতের গোনাহ মাফ করিয়াছেন। (সূরা আল-ফাতাহ্) (নবীজীর গুনাহ নয়)।

১৫। মাহে মুহররমের ১০ই তারিখ (আশুরার দিনে) কারবালার ময়দানে কুখ্যাত এজিদ বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করিয়া হজরত হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু শাহাদাত বরণ করেন।

১৬। আশুরার দিনে আল্লাহ পাক স্বীয় কুদরতে কামেলার দ্বারা আরশে আজীমের উপর জালোয়া বিস্তার করিয়াছিলেন।

১৭। আশুরার দিনই প্রথম দিন- যেদিন আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম আসমান হইতে রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলেন।

১৮। মুহররমের ১০ তারিখেই কিয়ামত সংঘটিত হইবে।

১৯। মুহররমের ১০ তারিখ বা আশুরার দিনে পূর্ববর্তী সমস্ত নবীগণ রোজা পালন করিয়াছিলেন।

২০। আশুরার দিনে যে ব্যক্তি রোজা রাখিবে, তাহার ৪০ বছরের গোনাহের কাফফারা হইয়া যাইবে।

২১। যে ব্যক্তি মুহররমের ১০ই রাত্রে এবাদত করিবে আল্লাহ পাক ৭ আসমানের সমান ছওয়াব দান করিবেন। অর্থাৎ সমস্ত ফেরেশতাগণের সমান ছওয়াব পাইবে।

২২। যে ব্যক্তি আশুরার রাত্রে ৪ রাকাত নফল নামাজ পড়িবে- প্রতি রাকআতে একবার ছুরা ফাতেহা ও ৫০ (পঞ্চাশ) বার ছুরা এখলাছ সহ, আল্লাহ পাক তার আগের ও পেছনের ৫০ বৎসরের গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন।

২৩। আশুরার দিনে যে ব্যক্তি গোসল করিবে- মৃত্যু ব্যতীত কোন সময় বিমার হইবে না।

২৪। যে ব্যক্তি আশুরার দিনে সুরমা ব্যবহার করিবে- তাহার চোখের জ্যোতি কখনো নষ্ট হইবে না।

২৫। যে ব্যক্তি আশুরার দিনে এতিমের মাথায় হাত বুলাইয়া দিবে, সে যেন সমস্ত দুনিয়ার এতিমগণকে ভালবাসিল।

২৬। যে ব্যক্তি আশুরার দিনে কোন বিমারীকে দেখিল- সে যেন সমস্ত আদম সন্তানের বিমারীগণকে দেখিল। আশুরার দিনে যে ব্যক্তি কোন ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে খানা খাওয়াইল- সে যেন সমস্ত উম্মতে মোহাম্মদীর মিসকিনকে পেট ভরিয়া খাওয়াইল।

২৭। আশুরার রাতে যে ব্যক্তি ১০০ রাকআত সালাতুল খায়ের নামক নামায আদায় করিবে- প্রতি রাকআতে ১ বার ফাতিহাও ১০ বার সূরা ইখলাছ পড়িবে- তার প্রতি আল্লাহ পাক ৭০ বার রহমতের নযর করিবেন। প্রতি নযরে ৭০টি মকসুদ পূর্ণ হইবে- যাহার সর্বনিম্ন হইল মাগফিরাত। (গাউছে পাকের কিতাব গুনিয়াতুত ত্বালেবীন)।